সমকাল

তারিখ 21 NOV 2013
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

এবার আগেভাগেই নতুন বই

■ শিমু দে, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন বই তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে বিলম্ব না হয়, সেজন্য আগেভাগেই বই পাঠাতে শুরু করেছে সরকার। ইতিমধ্যেই চট্টগ্রামে চলে এসেছে মাধ্যমিকের প্রায় ৬০ শতাংশ বই। নাশকতা এড়াতে জেলা থেকে বই চলে যাচ্ছে উপজেলায়ও। ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীরা বই পেলেও বিদ্যালয়ে বই চলে যাবে ডিসেম্বরের আগেই। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই এসেছে ৮৪ শতাংশ।

নতুন শিক্ষাবর্ষের ৬০ শতাংশ বই পৌঁছে গেছে চট্টগ্রামে

আঞ্চলিক উপ-পরিচালক আজিজ উদ্দিন বলেন, 'প্রতিবছরের মতো এবারও মাধ্যমিক পর্যায়ের বই আসছে প্রতিটি জেলায় বিতরণের জন্য। এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ শতাংশ বই এসে পৌঁছেছে আমাদের কাছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমরা এবার বইগুলো দ্রুত বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বই আসার পরই উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে সেগুলো দ্রুত বিতরণ করা হবে।'

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে আরা এ ব্যাপারে বলেন, 'শুধু রাজনৈতিক অস্থিরতা নয়, বই রাখার জন্য কোনো আলাদা গুদামের ব্যবস্থা নেই আমাদের। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব বই স্কুলে পৌঁছে দিতে হবে তাই বই আসা মাত্র বিতরণের ব্যবস্থা করছি আমরা। চট্টগ্রাম শহরে ছয়টি নির্দিষ্ট এলাকার মনিটরিং অফিসারের দায়িত্বে এবং উপজেলাগুলোয় উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বই পৌঁছে দেব আমরা।'

জানা গেছে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাতটি জেলায় মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ভার্সনসহ বইয়ের চাহিদা রয়েছে এক কোটি ৫২ লাখ ৫৩ হাজার ৪৬৫টি। আর এখন পর্যন্ত বই এসেছে ৮৮ লাখ ৩৩ হাজার ৬৫টি, যা চাহিদার ৫৮ ভাগ। আর বিতরণ করা হয়েছে ফেনী জেলায়। এখানে বিতরণ করা হয়েছে দুই লাখ ৩৮ হাজার ৭৫০টি বই। তবে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও নোয়াখালী উপজেলার জন্য যে বই এসছে, তা এখানও বিতরণ করা হয়নি। চট্টগ্রাম জেলায় বইয়ের চাহিদা রয়েছে ৭৬ লাখ ৪৯টি। আর এ জেলায় বই এসেছে ৪৫ লাখ ৮৪ হাজার ৫০১টি, যা চাহিদার ৬০ শতাংশ। কক্সবাজার জেলায় বইয়ের চাহিদা রয়েছে ১৬ লাখ ৫৩ হাজার ৭৪৮টি। আর এ জেলার জন্য বই এসেছে তিন লাখ ৮৯ হাজার ৯০৫টি, যা চাহিদার ২৪ শতাংশ। রাঙামাটি জেলায় বইয়ের চাহিদা ছয় লাখ ৪৫ হাজার ৪৩৩টি। এ জেলার জন্য বই এসেছে তিন লাখ ৪৯ হাজার ৪৫০টি, যা চাহিদার ৫৪ শতাংশ। খাগড়াছড়ি জেলায় বইয়ের চাহিদা রয়েছে সাত লাখ ১১ হাজার ১৭৮টি। এ জেলায় বই এসেছে চার লাখ এক হাজার ৫৮৭টি, যা চাহিদার ৫৬ শতাংশ। বান্দরবান জেলায় বইয়ের চাহিদা রয়েছে তিন লাখ দুই হাজার ৫৩১টি। এই জেলার জন্য বই এসেছে দুই লাখ তিন হাজার ৮৪৬টি, যা চাহিদার ৬৭ শতাংশ। নোয়াখালী জেলায় বইয়ের চাহিদা রয়েছে ২৯ লাখ ২০ হাজার ১২৩টি। বই এসেছে ২০ লাখ ৪৫ হাজার ৬১৬টি, যা চাহিদার ৭০ শতাংশ। এ ছাড়া দাখিল, ইবতেদায়ি এবং এসএসসি ভোকেশনাল বইও এসেছে অল্প পরিমাণে।

জানা গেছে, ২০১৪ সালের বই উৎসব এবং রাজনৈতিক সহিংসতাকে মাথায় রেখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮৪ শতাংশ বই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামের ৯টি উপজেলায়। চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্যমতে, ২০১৪ সালে ছয়টি শিক্ষা থানা ও ১৪টি উপজেলায় বইয়ের চাহিদা ৫৩ লাখ ৮৪ হাজার ১৮৩টি। এর মধ্যে বই চলে এসেছে ৪৫ লাখ ২৮ হাজার ১৬৪টি। বাকি রয়েছে আট লাখ ৫৬ হাজার ১৯টি বই। আর চট্টগ্রামের ২০ উপজেলার মধ্যে সন্দ্বীপে শতভাগ বই প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসরিন সুলতানা বলেন, 'এরই মধ্যে ৮৪ শতাংশ বই চলে এসেছে প্রতিটি উপজেলায়। আর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই সব স্কুলে বই পৌঁছে দেওয়া হবে।'